ঔপনিবেশিক বাংলার নাট্যচর্চার ইতিহাস

PREPARED BY DR.AMRITA MITRA

বাংলার লোকসংস্কৃতি

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ২০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন।এই থিয়েটারের ইতিহাস গড়ে উঠেছে এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে,যার প্রতিটি পর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা কয়েক শতাব্দি পুরনো, তারই বহমান ধারায় গড়ে উঠেছে বাঙালি থিয়েটার সংস্কৃতি।এক সময় বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা নিয়ে গানের আসর ছিল বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিচয়।উৎসবে, পূজা-পার্বণে বেরোতো নানা শোভাযাত্রা। সে শোভাযাত্রায় গানের সঙ্গে ক্রমে এল নাচ ও অভিনয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এল ঢপ, খেউর, পাঁচালী আখড়ায়, কবিগান। বসতে শুরু করল আসর।এই সময় কলকাতায় হরু ঠাকুর রামঠাকুর ,এন্টনি ফিরিঙ্গ গোপাল উড়ে ছিলেন বিখ্যাত কবিয়াল। ক্রমে সাধারণ মানুষকে নিয়ে সকলের মিলিত প্রয়াসে যাত্রা শুরু হলো। যাত্রা পালাগানে মুগ্ধ হলো বাংলাদেশ এবং ক্রমশ যাত্রার বিন্যাস, সংস্কৃত নাটকের রীতি আর ইংরেজি থিয়েটারের মিশ্রনে সৃষ্টি হল "**কলকাতার থিয়েটার**"

বাংলার সঙ

ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত থিয়েটার হাউস

নাম	সাল	প্রতিষ্ঠাতা
প্লে হাউস	১৭৫৩	ডেভিড গ্যারিক
ক্যাল কাটা থিয়েটার	১৭৫৭	জের্জ উইলিয়মসন
চৌরঙ্গি থিয়েটার	১৭৮৯	মিসেস এমা ব্রিস্টো
এথেনিয়ম থিয়েটার	১৮১২	------
চৌরঙ্গি থিয়েটার	১৮১৩	ইংরেজ ও বাঙালী পৃষ্ঠপোষকতায়

প্রথম বাংলা থিয়েটারঃ

- রুশ সংস্কৃতি কর্মী **গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ ১৭৯৫** সালে কলকাতায় **প্রথম বাংলা থিয়েটারের**র দল গড়ে তোলেন।
- **বেঙ্গলি থিয়েটার** হল তার নাম।
- **১৭৯৫ এর ২৭ সে নভেম্বর** প্রথম নাটক অভিনীত হয় **কাল্পনিক সংবদল**।অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই ছিলেন বাঙালী

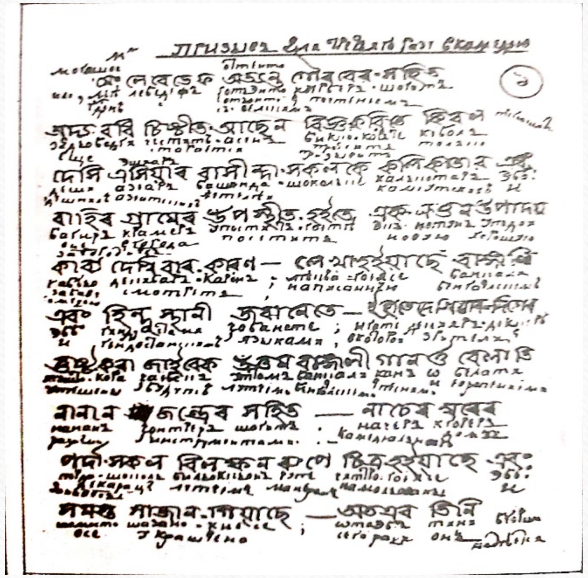

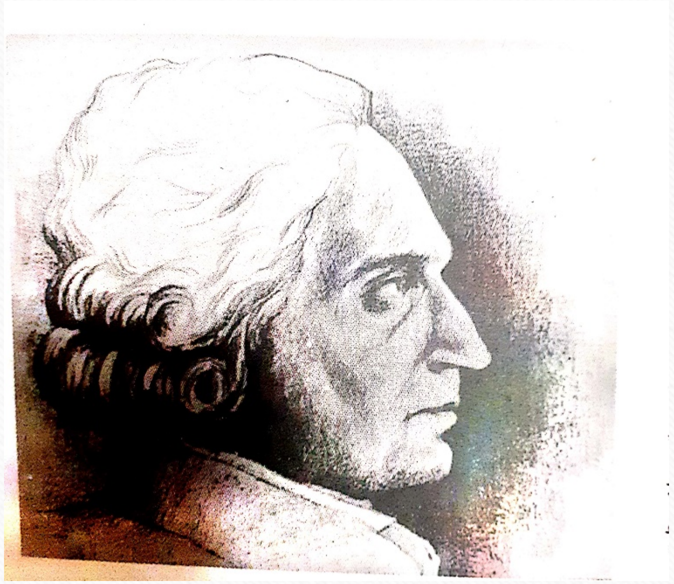

- কাল্পনিক সংবদল এর খসড়া

গেরাসিম লেবেদেফ(১৭৪৯-১৮১৭)

নবজাগরণের আর্বিভাব সমাজে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটাল।অন্যদিকে নব্য বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় তখন হঠাৎ বড়লোকের রমরমা শুরু হয়েছিল।মিত্র, বসাক, দেব প্রমুখরা জন্ম দিয়েছিল শহরে কলকাতাকেন্দ্রিক এক নতুন সংস্কৃতি যাকে বলা হয় **বাবু কালচার**।ইংরেজি পঠন-পাঠন এবং ইংরেজি সংস্কৃত চর্চা যার মধ্যে ইংরেজি থিয়েটার দিকে ঝুঁকে পড়া ও ছিল এই বাবু কালচার এর অন্যতম অঙ্গ

দেশীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা সখের থিয়েটার

নাম	সাল	প্রতিষ্ঠাতা	মঞ্চস্থ নাটক
হিন্দু থিয়েটার	১৮৩১-১৮৩২	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	উত্তররামচরিত,জুলিয়াস সীজার
বাগান বাড়ীর থিয়েটার	১৮৩৫	নবীনচন্দ্র বসু	বিদ্যাসুন্দ র,
রাজবাড়ীর থিয়েটার	১৮৪৪	রাধাকান্ত দেব	লার্ডাস অব সালামাঙ্কা,দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য উলফ
ওরিয়েন্টাল নাট্যশালা	১৮৫৩-১৮৫৫	নগেন্দ্রনাথ বসু	ওথেলো, হেনরি দ্য ফোর্থ
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা	১৮৫৪	প্যারীমোহন বসু	জুলিয়াস সীজার,
আশুতোষ দেবের বাড়ীর নাট্যশালা	১৮৫৭	আশুতোষ দেব	অভিজ্ঞান শকুন্তলা,কাদম্বরী,

সামাজিক নাটক

- ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাংলা নাটকে ও তার প্রভাব পড়ে। সামাজিক সমস্যা এবং সমাজ সংস্কার নিয়ে **কুলীনকুলসর্বস্ব(১৮৫৭)** প্রথম বাংলা নাটক। এছাড়া বিধবা বিবাহ , শুভ বিবাহকে কেন্দ্র করে আরো বেশকিছু নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে। এছাড়া হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা এবং জমিদারদের অত্যাচার নিয়ে নাটক করা হয়। **বিধবা বিবাহ (১৮৫৯), নবনাটক (১৮৬৭), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬৫), সতি নাটক (১৮৬৭), সধবার একাদশী (১৮৬৮)** প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয় এই সময়কালে। নাট্যকারদের মধ্যে উঠে আসেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশ চন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত, ও দীনবন্ধু মিত্রের মত ব্যক্তিত্বরা।

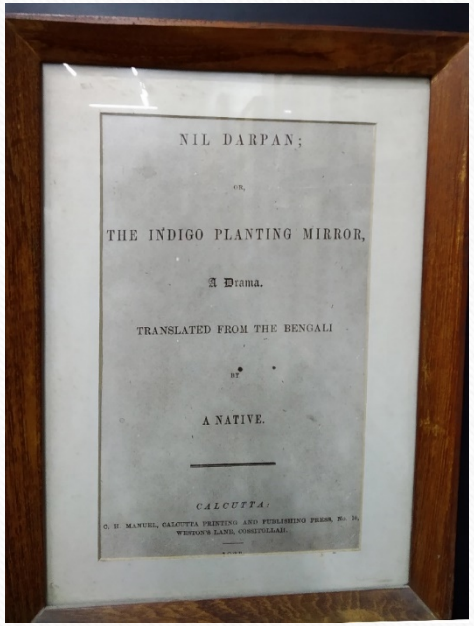

১৮৭২ সালে বাংলা থিয়েটার প্রথম **ব্যবসায়িক** ভাবে উন্মুক্ত হয় **ন্যাশনাল থিয়েটার** প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। **গিরীশ ঘোষ** ছিলেন মূল উদ্যোক্তা।জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পন্ন নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে.।১৮৭২ সালের ৭ ই ডিসেম্বর **নীলদর্পন** নাটকের অভিনয় হয় প্রথম।

নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)

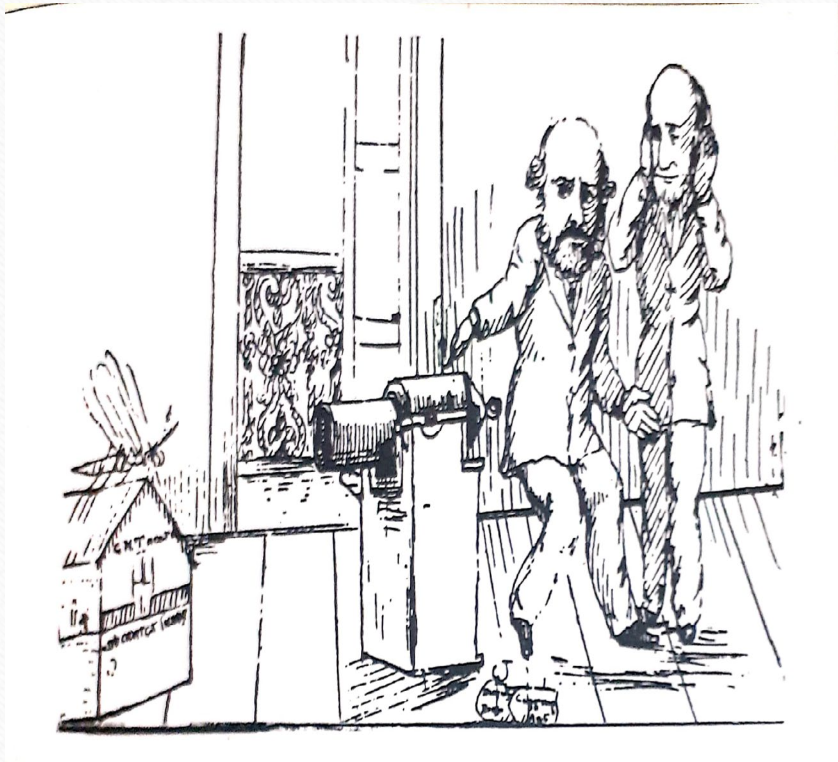

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলা নাট্যজগতে দেশাত্মবোধক নাট্যচর্চার প্রচার শুরু হয়।নীলদর্পণ কে অনুসরণ করে রচিত হতে থাকে একাধিক দর্পণ নাটক। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ভূমিকা নিতে থাকে । বাংলা রঙ্গালয় তখন পূর্ণ ছিল দেশাত্মবোধক নাট্যচর্চায়। যেমন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতে যৌবন, ভারত দুখিনী হরলাল রায়ের বঙ্গের বিপ্লব,জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিক্রম সরোজিনী প্রভৃতি নাটক। এমতাবস্থায় ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে **প্রিন্স অব ওয়েলস** এর কলকাতায় আসা, হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের তার নিজের বাড়িতে যুবরাজকে আমন্ত্রণ জানানো, এবং অন্দরমহলে তাকে বরণ করা,বাঙালি সমাজে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।এই ঘটনাকে নিয়ে **গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার** এ ৩ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হলো **গজানন্দ যুবরাজ**। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি একই নাটকে পুনরাভিনয় হলো **গজানন্দ** নামে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পুলিশের নজরে পড়লো। দ্বিতীয় অভিনয় করেই গজানন্দ নিষিদ্ধ করা হলো।কিন্তু ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি একই নাটক অভিনীত হল **হনুমান চরিত্র** নাম দিয়ে। কর্ণাট কুমার এবং হনুমান চরিত্র দুটি নাটকে নিষিদ্ধ হল।এরপর১৮৭৬ এর পয়লা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চস্থ হয় **সুরেন্দ্র বিনোদিনী** নাটক এবং পুলিশকে ব্যঙ্গ করে লেখা একটি প্রহসন **দি পুলিশ অফ পিগ অন্ড শীপ**।এই নাটকটি অভিনেতা হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ২৯ শে ফেব্রুয়ারি ইংরেজ শাসক জারি করল নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্স উপেক্ষা করে নাটক অভিনীত হল এবং এই দুটি নাটক কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ১৮৭৬ সালের ৪ মার্চ ন্যাশনাল থিয়েটারে **সতী কী কলংকিনী** নাটক অভিনয় চলাকালীন পুলিশ হামলা করে এবং অমৃতলাল বসু মতিলাল সুর,উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। ৬ মার্চ মামলা শুরু হয় অভিযোগ সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক অশ্লীল অভিযোগে।একমাস কারাবাসের পর হাইকোর্ট মামলা খারিজ করে ।কিন্তু মার্চ মাসে কাউন্সিল বিল আনলেন লর্ড নর্থব্রক । চালু হলো ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন। কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হল বাংলা নাটক ও বাংলা থিয়েটারের। পরবর্তীকালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর প্রভাবে বহু দেশাত্মবোধক নাটক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গিরীশ ঘোষ(১৮৪৪-১৯১২)

নাম	সাল	মঞ্চ
মেঘ নাদ বধ	১৮৭৭	ন্যাশনাল থিয়েটার
রাবণ বধ	১৮৮৩	ন্যাশনাল থিয়েটার
বেল্লিক বাজার	১৮৮৭	স্টার থিয়াটার
নসীরাম	১৮৮৯	নতুন স্টার
প্রফুল্ল	১৯০৭	মিনার্ভা

অমরেন্দ্র নাথ দত্ত(১৮৭৬-১৯১৬)

নাম	সাল	মঞ্চ
পলাশীর যুদ্ধ	১৮৯৫	এমারেল্ড
রাজা ও রাণী	১৮৯৬	গ্র্যান্ড থিয়েটার
ভ্রমর	-	গ্র্যান্ড থিয়েটার
সরলা	১৮৯৮	গ্র্যান্ড থিয়েটার
আলিবাবা	-	গ্র্যান্ড থিয়েটার

শিশির কুমার ভাদুড়ী(১৮৮৯-৫৯)

নাম	সাল	মঞ্চ
আলমগীর	১৯২১	কর্ণওয়ালিশ
রঘুবীর	১৯২২	নাট্যমন্দির
সীতা	১৯২৪	নাট্যমন্দির
বিসর্জন	১৯২৬	নাট্যমন্দির
তপতী	১৯২৯	নাট্যমন্দির

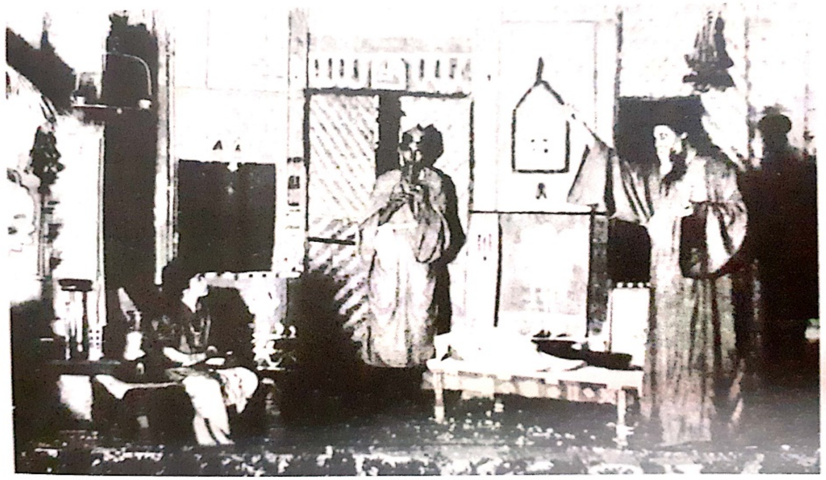

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা

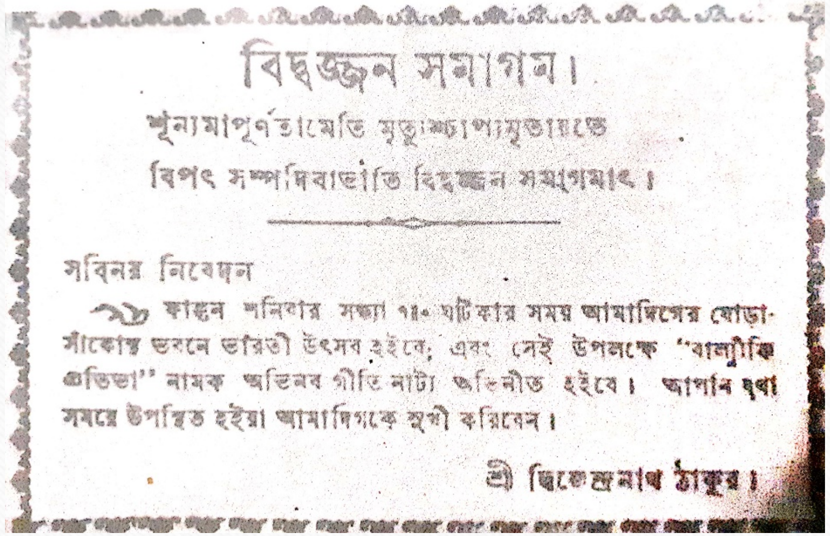

বিদ্বজ্জন সমাগম।

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃত্যুশ্চাপ্যমৃতায়তে
বিপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমাৎ।

সবিনয় নিবেদন

১৬ ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যা ৭।॰ ঘটিকার সময় আমাদিগের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ভারতী উৎসব হইবে; এবং সেই উপলক্ষে "বাল্মীকি প্রতিভা" নামক অভিনব গীতি নাট্য অভিনীত হইবে। আপনি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা পেশাদারী নাট্যচর্চায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। ১৮৮২-১৯৩৯ পর্যন্ত সময়কালে মোট ২৯ টি নিজের লেখা নাটকের পরিচালনা বা চরিত্রাভিনয় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তার লেখা বহু নাটক এবং গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ ***রঙ্গমঞ্চ*** নামে একটি প্রবন্ধ ও লেখেন। তা নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **বাল্মিকী প্রতিভা, বিসর্জন, রক্ত করবী, ডাকঘর, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা** প্রভৃতি।

দেশাত্মবোধক নাট্যচর্চা

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম দেখা যায় বাংলা নাটক চর্চার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে।এই সময়ের বিখ্যাত নাট্যকার **শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মন্মথ রায়ের** বিভিন্ন নাটকে দেশাত্মবোধক ভাবনা প্রতিফলিত হয়। তাদের কতগুলি বিখ্যাত নাটক হলো **মুক্তির ডাক (১৯২৩), দেবাসুর (১৯২৮), কারাগার (১৯৩০), রক্ত কমল কমল (১৯২৯), গৈরিক পতাকা (১৯৩০),সংগ্রাম ও শান্তি (১৯৩৯) সবার উপরে মানুষ সত্য (১৯৫৩**) প্রভৃতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে, **বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় পর্বের** সূচনা হয়। **ফ্যাসিবাদ বিরোধী সা্ংস্কৃতিক আন্দোলন** ভারতবর্ষে **গণনাট্য সংঘের** জন্ম দেয় **১৯৪৩** সালে।গণনাট্য সংঘ তৈরি করল এক নতুনত্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলন।যার প্রভাব সবথেকে বেশি পড়ল বাংলা রঙ্গমঞ্চে। বাংলাদেশ প্লাবিত হলো গণনাট্য আন্দোলনে। **বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন** নাটকের মধ্য দিয়ে প্রথম পথ চলা শুরু হল গণনাট্য সংঘের। **সমাজ বাস্তবতা** বোধসম্পন্ন নাট্যচর্চা বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম দেখা গেল, এবং সমকালীন বিষয় এবং সমকালীন রাজনীতি কে তুলে ধরতে শুরু করলো বাংলা থিয়েটার এখন থেকে।

বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের আবির্ভাব

বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বিরাট সংকট, রাজনীতির

১৯৪২ সালে সাংস্কৃতিক কর্মী সোমেন চন্দর নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ-কে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত করা হয়, যার বাংলা প্রাদেশিক কমিটিতে মনোনীত হন সুনীল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে ও বিনয় রায়।

গণনাট্য সংঘ নামল দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের ত্রাণে। গণনাট্য সংঘ তৈরি করল এক নতুনতর সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যার প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ল বাংলা রঙ্গমঞ্চে। সারা দেশ প্লাবিত হল গণনাট্য আন্দোলনে।

আর এই আন্দোলনের প্রথম প্রদীপটি জ্বালালেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা নাটক 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি' দিয়ে বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় পর্বের সূচনা। ১৯৪৩ সালের মে মাসে প্রযোজিত হয় এই দুটি নাটক, গণনাট্য সংঘের ব্যানারে। বিজন ভট্টাচার্য লিখছেন: 'বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তর আমাকে নাড়া দিয়েছিল। দেখতাম বাচ্চা ছেলে টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে গুলি খেয়ে টুপ করে পড়ে মরত। আমি নিজেও একদিন প্রচণ্ড মার খেলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ এল। ক্ষুধিতদের ট্রাজেডির উৎস ও গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে শুরু করে। ওরা নিজেরাই সামনে এসে দাঁড়ায়।... সেই চেষ্টাতেই প্রথমে 'আগুন', তারপর 'জবানবন্দী' এবং জবানবন্দীর সাফল্যের পর 'নবান্ন'। 'জবানবন্দী'র সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল আরেকটি নাটক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর 'হোমিওপ্যাথি'।

তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে।

প রি শিষ্ট

নানা রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বাংলা থিয়েটার বা নাট্যকলায় এসে গেল নানা ধরনের পরিবর্তন। ক্রমশ বঙ্গ সংস্কৃতির এক শক্তিশালী অংশ হয়ে উঠল থিয়েটার চর্চা।বাবু থিয়েটার ,শখের থিয়েটার ,পেশাদারী থিয়েটার অতিক্রম করে বাংলা থিয়েটার ক্রমশ প্রবেশ করল গণনাট্য ও নবনাট্য হয়ে গ্রুপ থিয়েটার পর্বে। যা পূর্বেকার সামাজিক ক্ষেত্রে নাট্যচর্চার আঙ্গিক কে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তুলে ধরল।

ধন্যবাদ